এক নজরে

সিলেট বন বিভাগ

সিলেট বন বিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা

সিলেট বন বিভাগের অতীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সিলেট বন বিভাগ ১২৫ বছরের একটি গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য বহন করেছে। T.J.Campbell, DCF, (1895-96) কর্তৃক লেখা "The Assam Forest Manual "-এ A brief history of the Forest Department in Assam হতে জানা যায় যে, আসাম রাজ্যের বনাঞ্চল ১৮৭৪ সালের জানুয়ারী মাসের আগ পর্যন্ত বেঙ্গল রাজ্যের নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল। ১৮৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে আসাম বন বিভাগের সূচনা হয় এবং সিলেটের বনাঞ্চল বেঙ্গল রাজ্য হতে আলাদা করে আসাম বন বিভাগের অর্ন্তভূক্ত করা হয়। এর আগ পর্যন্ত বেঙ্গল রাজ্যের বনাঞ্চল ঢাকা বন বিভাগের আওতাধীন ছিল।

আসাম বন বিভাগে তখন দুটি সাব-ডিভিশন ছিল। এর একটি হল (১) আপার আসাম সাব- ডিভিশন, যা লক্ষিপুর, শিবসাগর ও নাগা হিল ডিষ্ট্রীক্ট নিয়ে গঠিত ছিল। অপরটি হল (২) লোয়ার আসাম সাব- ডিভিশন, যা কামরূপ, নওগা, দাড়াং ও খাসি হিল ডিষ্ট্রীক্ট নিয়ে গঠিত ছিল।

১৮৭৪ সালে বেঙ্গল হতে আসামের বনাঞ্চল আলাদা করে আসাম বন বিভাগের অধীনে ন্যাস্ত করার ফলে, আসাম কমিশনারশিপ এ মোট বন বিভাগের সংখ্যা দাড়ায় পাঁচটিতে যথাঃ-

১) গোয়ালপাড়া বন বিভাগ (গোয়ালপাড়া ও গারো পাহাড় নিয়ে গঠিত)।
২) গৌহাটি বন বিভাগ (কামরুপ ও নওগা জেলার পশ্চিমাংশের অধিকাংশ নিয়ে গঠিত)।
৩) তেজপুর বন বিভাগ (দাড়াং জেলা নিয়ে গঠিত)।
৪) গোলাঘাট বন বিভাগ (শিবসাগর, নাগাপাহাড় ও নওগা জেলার পূর্বাংশের অধিকাংশ নিয়ে গঠিত)।
৫) কাছার বন বিভাগ (কাছার ও সিলেট জেলা নিয়ে গঠিত)।

বর্তমানে কয়েকটি বন বিভাগ নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে "বন অঞ্চল" বা "সার্কেল" বলে; তৎকালে অনুরূপ আলাদা কোন সার্কেল ছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়। তবে বিভিন্ন কমিশনারশিপের অধীনে বন বিভাগ সমূহ পরিচালিত হত।

অতঃপর ১৮৭৭-৭৮ সালে নওগা জেলাকে গোহাটি বন বিভাগে ও গোলাঘাট বন বিভাগ হতে আলাদা করে তেজপুর বন বিভাগে ন্যাস্ত করা হয় (তার আগে নওগা জেলার পশ্চিমাংশ গোহাটি বন বিভাগে এবং পশ্চিমাংশ গোলাঘাট বন বিভাগের আওতাধীন ছিল) এবং ১৮৮০ সনের আগষ্ট মাসে শিবসাগর জেলাকে গোলাঘাট বন বিভাগ হতে আলাদা করে শিবসাগর বন বিভাগ ও লক্ষিপুর জেলা নিয়ে লক্ষিপুর বন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৮৮১ সনে গাড়ো হিল আলাদা বন বিভাগ হিসাবে আত্নপ্রকাশ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে সিলেট জেলার বনাঞ্চল কাছার বন বিভাগ হতে আলাদা হয়ে সিলেট বন বিভাগ হিসাবে আত্নপ্রকাশ করে।

১৮৮০-৮১ সাল পর্যন্ত আসাম সার্কেলের দায়িত্বে ছিলেন একজন উপ-বন সংরক্ষক (DCF), ২জন সহকারী বন সংরক্ষক (ACF), ০১ জন ২য় শ্রেণীর ফরেষ্ট রেঞ্জার যার বেতন ছিল ২৫ টাকা প্রতি মাসে, ২জন ২য় শ্রেণীর ফরেষ্টার যাদের বেতন ছিল ১৪ টাকা প্রতি মাসে এবং ১৩ জন ওয়াচার যাদের বেতন ছিল ৭ টাকা করে প্রতি মাসে।

সিলেট অঞ্চলে দৃশ্যমান বিভিন্ন ধরনের উল্লেখযোগ্য বন

1. Ever-green & Semi-Ever-green Rain Forests.
2. Bamboo Forests.
3. Village Forests.
4. Artificial or man made Forests.
5. Sun-Mohal.
6. Fresh Water Swamp Forests.

সিলেট বন বিভাগের জেলাওয়ারী বনভূমির তথ্যাদি

বনভূমির শ্রেণী	জেলাওয়ারী বনভূমির পরিমাণ (একর)				মোট (একর)
	সিলেট	সুনামগঞ্জ	মৌলভীবাজার	হবিগঞ্জ	
সংরক্ষিত বনভূমি	২৩৯০০.৬৩	৬৪৩৪.১৫	৫৩১০৯.১৫	২৮৪৯৯.৬০	১১১৯৪৩.৪৩
অর্জিত বনভূমি	--	--	৫২৫০.২৯	-	৫২৫০.২৯
৪ ধারায় বিজ্ঞপ্তিত বনভূমি	২৫৫৩৮.৮৫	১১৫৭৮.১৬	৫৩৭৯.৭৫	২৭৪.০০	৪২৭৭০.৭৬
অধিগ্রহন/হস্তান্তরিত/দানকৃত বনভূমি	৩২.০২১৬	৮.৩৬	১৯.৫৬০১	৪.৪৩	৬৪.৩৭১৭
অশ্রেণীভূক্ত বনভূমি	--	--	--	৭০৮.৬৮	৭০৮.৬৮
মোট ঃ	৪৯৪৭১.৫০১৬	১৮০২০.৬৭	৬৩৭৫৮.৭৫০১	২৯৪৮৬.৭১	১৬০৭৩৭.৬৩১৭

জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার এর তথ্য
২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর

ক্রঃ নং	রেঞ্জের নাম	বিটের নাম	উদ্ধারকৃত বন ভূমির পরিমাণ
১	জুরী রেঞ্জ	সাগরনাল(সাগরনাল চা বাগান)	২০.০ একর =৮.১০ হেক্টর
		পুটি ছড়া (মেরিনা চা বাগান)	১০.০ একর =৪.০৫ হেক্টর
		পুটি ছড়া	০.১৫ একর =০.০৬ হেক্টর
২	শায়েস্তাগঞ্জ রেঞ্জ	পুটিজুরী (মধুপুর চা বাগান)	১০.০ একর =৪.০৫ হেক্টর
৩	কালেঙ্গা রেঞ্জ	রেমা (রেমা চা বাগান)	৩০.০ একর = ১২.১৫ হেক্টর
৪	কুলাউড়া রেঞ্জ	ভাটেরা (মমিনছড়া চা বাগান)	২০.০ একর = ৮.১০ হেক্টর
		নলডুরি(রাঙ্গিছড়া চা বাগান)	৩০.০ একর =১২.১৫ হেক্টর
৫	সিলেট রেঞ্জ	টিলাগড় (টিলাগড় ইকো পার্ক)	০.২০ একর = ০.০৮ হেক্টর
৬	সারী রেঞ্জ	জাফলং বিট	৮.০০ একর = ৩.২৪ হেক্টর
			২০.০০ একর = ৮.১০ হেক্টর
			৫০.০০ একর = ২০.২৪ হেক্টর
		রাতারগুল বিট	১৭১.১৮ একর = ৬৯.৩০ হেক্টর
			৩৫.০০ একর = ১৪.১৭ হেক্টর
		কানাইঘাট বিট	১৫.০০ একর = ৬.০৭ হেক্টর
			৫০০.০০ একর=২০২.৪৩ হেক্টর
		মোট =	৯১৯.৫৩ একর = ৩৭২.২৯ হেক্টর

২০০১-২০০২ হতে ২০১৮-২০১৯ (নভেম্বর/২০১৮) পর্যন্ত সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের মাঝে প্রদত্ত লভ্যাংশের অর্থ প্রদানের তথ্য

সন	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রদত্ত লভ্যাংশ
২০০১-২০০২	৪৫ জন	৩,২২,৭৫৩/-
২০০২-২০০৩	৪০ জন	৭,৪১,৮৭৮/-
২০০৩-২০০৪	২২ জন	৮০,৭২৫/-
২০০৬-২০০৭	৬ জন	২৪,৭৯,২৫০/-
২০০৭-২০০৮	৮ জন	১,০০,২১৩/-
২০০৮-২০০৯	১৩ জন	১০,৭৭,২৪৯/-
২০০৯-২০১০	২ জন	৫,৫৫,৫১৭/-
২০১০-২০১১	২৫ জন	২৫,৫৭,০৩১/-
২০১১-২০১২	৩৪ জন	৭০,১৬,৭৪০/-
২০১২-২০১৩	৫০ জন	৩৮,২০,৭২৭/-
২০১৩-২০১৪	৩৮ জন	৩৫,০৭,২৩৬/-
২০১৪-২০১৫	১৪ জন	১,৬৩,৪০৪/-
২০১৫-২০১৬	১ জন	১৫,০৭৯/-
২০১৬-২০১৭	৬৪ জন	৫০,১২,৩০০/-
২০১৭-২০১৮	১০১ জন	৩৯,০০,০৪৭/-
২০১৮-১৯ (নভেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত)	১৬ জন	৪,৮১,৪৪৪/-
মোট =	**৪৭৩ জন**	**৩,১৮,৪১,৫৯৩/-**

২০০৩-২০০৪ হতে ২০১৮-২০১৯ (নভেম্বর/২০১৮) পর্যন্ত আদায়কৃত রাজস্বের তথ্য

আর্থিক সাল	রাজস্বের পরিমাণ
২০০৩-২০০৪	২০,৩৩,৫২,৯৩১/-
২০০৪-২০০৫	১৫,৭৫,৯৫,৪০০/-
২০০৫-২০০৬	২৭,২৬,১১,৩৫৪/-
২০০৬-২০০৭	৭,৩৪,৫৯,১৯৬/-
২০০৭-২০০৮	৮,৯১,৪৯,১১৮/-
২০০৮-২০০৯	১০,০৫,৫০,৪৮৬/-
২০০৯-২০১০	৪,৭৯,৪৩,৭৭৮/-
২০১০-২০১১	৩,৯৩,৮৫,০৯৯/-
২০১১-২০১২	৬,৩৬,৫২,৬৬৩/-
২০১২-২০১৩	৮,৩১,৮২,২৫৬/-
২০১৩-২০১৪	৩,৫৯,৯৪,৩৬৭/-
২০১৪-২০১৫	৭,৫৪,৭৪,৭৭৮/-
২০১৫-২০১৬	৮,১১,৭২,৬৫৬/-
২০১৬-২০১৭	৩,০২,৩৩,৮১৬/-
২০১৭-২০১৮	৩,৮৮,৭৯,২৭৪/-
২০১৮-২০১৯ (নভেম্বর/১৮ পর্যন্ত)	৯১,১৭,৫০৩/-

২০১১- ২০১২ সনে সৃজিত বাগানের তথ্য (হেক্টর/কিঃমিঃ)

প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	আগর	এসআর	এলআর	সেগুন	বাঁশ	বেত	মূর্তা	বাঁধ	সওজ	রেল	সংযোগ সড়ক	উপযুক্ত প্রজাতি
অনুন্নয়ন ব্যয়	--	--	২৫.০	২৫.০	--	--	--	--	--	--	--	--
বিসিএম	--	--	--	--	৩১০.০	১৮০.০	১০০.০	--	--	--	--	--
জলাভূমির বন পুনরদ্ধার ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ	--	--	--	--	--	--	১৮০.০	--	--	--	--	৫০.০
দারিদ্র বিমোচন	--	--	--	--	--	--	--	৮০.০	৩৮.০	১৩.০	১৬০.০	-
মোট	--	--	২৫.০	২৫.০	৩১০.০	১৮০.০	২৮০.০	৮০.০	৩৮.০	১৩.০	১৬০.০	৫০.০

৮৭০.০ হেঃ=১৫১৮০৪০টি
২৯১ কিঃমিঃ=২৯১০০০টি

২০১২- ২০১৩ সনে সৃজিত বাগানের তথ্য (হেক্টর/কিঃমিঃ)

প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	এসআর	এলআর	সেগুন	বাঁশ	বেত	মূর্তা	বাঁধ	মিশ্র প্রজাতি	পাহাড় ধস রোধ বাগান	সংযোগ সড়ক	উপযুক্ত প্রজাতি	ঔষধি
অনুন্নয়ন ব্যয়	১০০.০	১০০.০	২৫.০	--	--	--	--	--	--	--	--	-
বিসিএম	--			৩৫৫.০	১৮০.০	১০০.০						-
জলাভূমির বন পুনরদ্ধার ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ	--	--	--	--	--	৬২০.০	--	--	--	--	১৯০.০	--
দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প	--	--	--	--	--	--	৩৫.০	--	--	২৫.০	--	-
জীব বৈচিত্র্য	--	--	--	--	--			৫৫.০	১০.০			৫.০
মোট	১০০.০	১০০.০.	২৫.০	৩৫৫.০	১৮০.০	৭২০.০	৩৫.০	৫৫.০	১০.০	২৫.০	১৯০.০	৫.০

১৭৪০ হেঃ=৪৪৮০৮০০০টি
৬০ কিঃমিঃ=৬০০০০টি

২০১৩- ২০১৪ সনে সৃজিত বাগানের তথ্য (হেক্টর/কিঃমিঃ)

প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	এসআর	এলআর	সেগুন	বাঁশ	বেত	মূর্তা	মিশ্র প্রজাতি	পাহাড় ধস রোধ বাগান	সংযোগ সড়ক	বিরল প্রজাতি
অনুন্নয়ন ব্যয়	৩২.০	--	--	--	--	--	--	--	--	--
বিসিএম	--			২৯৪.০	১২৫.০	৫০.০				--
জীব বৈচিত্র্য	--	--	--	--	--		৪০.০	১০.০		২.০
মোট	৩২.০	--.	--	২৯৪.০	১২৫.০	৫০.০	৪০.০	১০.০	--	২.০

৫৫৩ হেঃ=৫৫১০৫৪টি

২০১৪- ২০১৫ সনে সৃজিত বাগানের তথ্য (হেক্টর/কিঃমিঃ)

প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	আগর	এসআর	এলআর	সেগুন	বাঁশ	বেত	মূর্তা	মিশ্র প্রজাতি	সংযোগ সড়ক	উপযুক্ত প্রজাতি	ঔষধি বাগান
অনুন্নয়ন ব্যয়	--	২০০.০	--	--	--	--	--	--	১৫.০	--	
জীব বৈচিত্র্য	--	--	--	--	৬৫.০	--	--	--	--	--	৫.০
মোট	--	২০০.০	--	--	৬৫.০	--	--	--	১৫.০	--	৫.০

২৭০ হেঃ=৫৪৪৬১০টি
১৫ কিঃমিঃ=১৫০০০টি

২০১৫- ২০১৬ সনে সৃজিত বাগানের তথ্য (হেক্টর/কিঃমিঃ)

প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	আগর	এসআর	এলআর	সেগুন	বাঁশ	মূর্তা	বাঁধ	মিশ্র প্রজাতি	ষ্ট্রীপ বাগান	সৌন্দর্য বর্ধক	
অনুন্নয়ন ব্যয়	--	৩০০.০হেঃ	--	--	--	--	--	--	১৫কিঃমিঃ	৬০০০টি	

৩০০.০ হেঃ =৭,৫০,০০০টি
১৫.০ কিঃমিঃ==১৫,০০০টি,
সৌন্দর্যবর্ধক=৬০০০টি

২০১৬- ২০১৭ সনে সৃজিত বাগানের তথ্য (হেক্টর/কিঃমিঃ)

প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	এসআর	এলআর	সেগুন	বাঁশ	বেত	মূর্তা	বাঁধ	মিশ্র প্রজাতি	ষ্ট্রীপ বাগান	সৌন্দর্য বর্ধক	পশু খাদ্যের বাগান
অনুন্নয়ন ব্যয়	-	২০০.০হেঃ	--	--	--	--	--	--	--	--	-

২০১৭-২০১৮ সনে সৃজিত বাগানের তথ্য (হেক্টর/কিঃমিঃ)

প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	আগর	এসআর	এলআর	সেগুন	বাঁশ	বেত	মূর্তা	বাঁধ	মিশ্র প্রজাতি	ষ্ট্রীপ বাগান	সৌন্দর্য বর্ধক	পশু খাদ্যের বাগান
অনুন্নয়ন ব্যয়	--	১৫০.০০হেঃ	৪০.০হেঃ (ANR)	--	--	--	৪০.০০হেঃ	--	--	১০.০কিঃমিঃ	--	২০.০০হেঃ

সম্প্রতি অনুমোদপ্রাপ্ত **Sustainable Forests & Livelihoods (SUFAL)** প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট বন বিভাগে ৩৯১০.০০ হেক্টর বনায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে " জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বন বিভাগে পুনঃবনায়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

করাতকল সংক্রান্ত তথ্য

জেলার নাম	বৈধভাবে স্থাপিত/ পরিচালিত করাতকলের সংখ্যা	লাইসেন্স বিহীন অবৈধভাবে পরিচালিত করাতকলের সংখ্যা	রীট মামলা ভুক্ত করাতকলের সংখ্যা	স্বত্ত্ব মামলা ভুক্ত করাতকলের সংখ্যা	উচ্ছেদ ও বন্ধ করে দেয়া অবৈধ করাতকলের সংখ্যা	মন্তব্য
সিলেট	৩৩৩ টি	০৮ টি	৫২ টি	--	১৮৪ টি	সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলায় অবৈধ করাতকল উচ্ছেদ ঃ ১) ১৯৯৮খ্রিঃ হইতে অক্টোবর/২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত অবৈধ করাতকল উচ্ছেদ করা হইয়াছে= ২০৪টি। ২) নভেম্বর/২০১৫খ্রিঃ হইতে আগস্ট/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত অবৈধ করাতকল উচ্ছেদ করা হইয়াছে=৩২১টি।
সুনামগঞ্জ	২৫৮ টি	২৪ টি	--	--	১২৬ টি	
হবিগঞ্জ	২১৫ টি	--	৭৯ টি	০৫ টি	১৬২ টি	
মৌলভীবাজার	১৭১টি	--	৪২ টি	৪২ টি	৫৩ টি	
মোট ঃ	৯৭৭ টি	৩২ টি	১৭৩ টি	৪৭ টি	৫২৫ টি	

বন মামলার তথ্য (জুলাই/১৫ হতে নভেম্বর/১৮ পর্যন্ত)

মাসের নাম	পিওআর	সিওআর	ইউডিওআর
জুলাই/১৫ হইতে জুন/১৬ পর্যন্ত	১৯৬টি	৩৪টি	৬৫২টি
জুলাই/১৬ হইতে সেপ্টেম্বর/১৬ পর্যন্ত	৪৫টি	৫১টি	২৪০টি
অক্টোবর/১৬ হইতে নভেম্বর/১৮ পর্যন্ত	৪২৭টি	৭৪টি	১০৪১টি
সর্বমোট=	৬৬৮টি	১৫৯টি	১৯৩৩টি

ভূমি সংক্রান্ত স্বত্ব মামলার তথ্য

ক্রমিক নং	রেঞ্জের /কেন্দ্রের নাম	মামলার সংখ্যা
০১	টাউন রেঞ্জ	২টি
০২	সিলেট রেঞ্জ	৮ টি
০৩	সারী রেঞ্জ	২৩ টি
০৪	কালেঙ্গা রেঞ্জ	১টি
০৫	শায়েস্থাগঞ্জ রেঞ্জ	৪টি
০৬	রঘুনন্দন রেঞ্জ	৩টি
০৭	সুনামগঞ্জ রেঞ্জ	৫টি
০৮	জুরী রেঞ্জ	৬টি
০৯	বড়লেখা রেঞ্জ	১টি
১০	রাজকান্দি রেঞ্জ	৬টি
১১	মৌলভীবাজার রেঞ্জ	২৯টি
১২	কুলাউড়া রেঞ্জ	৩৯টি
১৩	কুলাউড়া নার্সারী	২টি
	মোট=	১২৯টি

প্রশাসনিক ইউনিট ও জনবল

নিম্নে বর্ণিত প্রশাসনিক ইউনিটের মাধ্যমে সিলেট বন বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অত্র বিভাগে **মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা-৪২৮টি**। **পূরণকৃত পদের সংখ্যা-৩৩৯টি** এবং **শুন্যপদের সংখ্যা-৮৯টি।**

১। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর	ঃ ১টি (সদর দপ্তর সিলেট)।
২। উপ- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর	ঃ ২টি (সদর দপ্তর শ্রীমঙ্গল ও হবিগঞ্জ)।
৩। সহকারী বন সংরক্ষক এর দপ্তর	ঃ ৪টি (সিলেট সদর, সুনামগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল ও হবিগঞ্জ)।
৪। রেঞ্জ কর্মকর্তার দপ্তর	ঃ ১২টি
৫। সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ঃ ৫টি (শেখঘাট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুলাউড়া ও হবিগঞ্জ।
৬। বনজদ্রব্য পরীক্ষণ ফাঁড়ি/চেক পোষ্ট	ঃ ১টি (মনুমুখ) ১টি(শায়েস্তাগঞ্জ)১টি(জগদীশপুর) = ৩টি।
৭। উপজেলা সামাজিক বনায়ন নার্সারী কেন্দ্র	ঃ ৩০টি

বিরাজমান সমস্যাদি

*** জনবল স্বল্পতা ঃ** দেশের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সাথে সাথে বন সংলগ্ন এলাকা বেকারত্ব বৃদ্ধি ও আর্থ সামাজিক অবস্থার অবনতির প্রেক্ষিতে বন অপরাধ বৃদ্ধি পেলেও বন বিভাগের জনবল বৃদ্ধি করা হয়নি। এখনও ৩০০০-৫০০০.০ একর আয়তন বিশিষ্ট একটি বিটের জনবল ১ জন ফরেষ্টার, ৩ জন বন প্রহরী ও ১ জন মালী। এদের পক্ষে সার্বক্ষনিক বন প্রহরা ও উন্নয়নমূলক কাজ (নার্সারী ও বাগান সৃজন) সম্পন্ন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। নতুন পদ সৃষ্টি অর্থাৎ বন বিভাগের সাংগঠনিক অবকাঠামো পুনর্গঠন ও শুন্য পদসমূহ পূরণের মাধ্যমে জনবল বৃদ্ধি করা আশু প্রয়োজন।

*** প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকস এর অভাব ঃ** সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বন অপরাধের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন কলাকৌশল, আধুনিক যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে বন কর্মচারীদের মোবাইল, দ্রুতগামী যানবাহন ও প্রয়োজনীয় জ্বালানী না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীদের মোকাবেলা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। জীবনের ঝুকি নিয়ে অপরাধীদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়।

*** চাকুরীতে পদোন্নতি ঃ** একই পদে সুদীর্ঘদিন সুনামের সাথে চাকুরী করেও অধিকাংশ দাপ্তরিক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পদোন্নতি ছাড়াই অবসরে যেতে হচ্ছে। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা হ্রাস পাচ্ছে। দ্রুত পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান করা প্রয়োজন। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে।

*** অফিস ও আবাসিক সংকট ঃ** সিলেট বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়টি ১৯১৪ সনে নির্মিত। যা বর্তমানে সম্পূর্ন মেরামত ও ব্যবহার অনুপযোগী। যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে জানমালের অপরিসীম ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

মাঠ ও দাপ্তরিক পর্যায়ে বিভাগীয় সদর দপ্তরে বিদ্যমান ষ্টাফ কোয়াটার, রেঞ্জ অফিস, বিট অফিস অন্যান্য অফিস ও ঘরবাড়ি দীর্ঘদিন যাবৎ মেরামতের অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মাঠ/দাপ্তরিক পর্যায়ে বিদ্যমান অফিস ও বাসগৃহ সমূহের দৈন্যদশা বন কর্মচারীদের হতাশাগ্রস্থ করে তুলছে।

.....